পান্থপাদপ

(সময় ভোর । সবে সূর্য্যদয় শুরু হয়েছে । নেপথ্য থেকে ভেসে আসে 'আজান-' মুসলমানদের সকালের প্রার্থনা- আল্লা হো-আকবর .....। মঞ্চের পর্দা ধীরে ধীরে ওঠে। নেপথ্য থেকে পাখীদের গুঞ্জন শোনা যায় । প্রভাতের সুর্য্যের লাল আলো ধীরে ধীরে মঞ্চে জ্বলে । মঞ্চের এক কোনে পার্কের একাংশ দেখা যায় । এমন সময় নেপথ্য থেকে ভেসে আসে ফতিমার ঘুমকাতর কণ্ঠ)

নেঃ ফতিমা- হে আল্লা, আজানেও ঘুম ভাঙ্গল না -ইস আজও দেরী হয়ে যাবে । ওরে ও মহি ,ওঠ বেটা

(হাই তুলতে ফতিমা দরজা খোলার শব্দ ভেসে আসে)

নেঃ ফতিমা- দেখ গরুগুলোর কান্ড ! ওঃ আর পারি না - ওরে ও মহি, ওঠ বেটা নইলে আজও দেরী হয়ে যাবে, মহিরে- ওঠ

নেঃ মহি - আগে সূর্যকে উঠতে দে না-

নেঃ ফতিমা- মরণ ! আমি গোয়ালে যাচ্ছি গরুগুলোর ব্যবস্থা করছি । তুই এবার উঠে পর বেটা -

(ক্ষণিকের মুহূর্তের জন্য নেপথ্য থেকে ভেসে আসে ভাটিয়ালী সুরে বাঁশীর বাদন । এমন সময় ঘুমের ঘোরে মহি ঘরের ভিতর থেকে -{মঞ্চের মাঝের দরজা} থেকে একটু বেড়িয়ে এসে পার্কের দিকে লক্ষ্য করে)

মহি - কই হে -সূর্য্যরাজ -

(সূর্য্যের দিকে চেয়ে বিস্ময়ের সাথে বলে)

মহি - আহা -কি দৃশ্য !

(মহি দ্রুত পার্কের কাছে এগিয়ে যায়)

মহি আহা -কি অপরূপ এ দৃশ্য । প্রভাতের সূর্য্যের রক্তিম আলোকে মেতে উঠেছে দিগন্ত। আজ যেন অন্য দিনের চাইতেও সুন্দর । যেমন তেজস্বী , তেমনই রূপসী । আমি এই আমি - আয় দেখে যা কি অপরূপ দৃশ্য - আমি -এই আমি --

নেঃ ফতিমা- মহি । আমি এখন যেতে পারব না । গরু-বাছুরদের তৈরী করছি

মহি- ঠিক আছে -আমিজান ।

(মহি ধীরে ধীরে মঞ্চের মাঝে এসে দাঁড়ায়)

মহি- আমি মহি । এই নামেই মা-বাবা ডাকে । অবশ্য মা বাবা নাম রেখেছিল -মহম্মদ ইসমাইল। পরবর্তিকালে সেটা হয়ে গেল- এম্ আই । সংক্ষিপ্তাকারে স্কুলের বন্ধুরা এই নামেই ডাকত । একটু বড় হতেই মানে যৌবনে পা দিতেই আমার নাম হয়ে গেল- এম্ পি । এখন পাড়া-প্রতিবেশিরা এই নামে ডাকে। না না- এ এম-পি সে এম-পি নয় ।এ এম পি হল- মহাপাগল -ওদের ভাষায় । কিন্তু আমি বলি- আমি এম্ পি -ই । কেন জানেন ?

(এমন সময় নেপথ্য থেকে ফতিমার ডাক শোনা যায়)

নেঃফতিমা- মহি -মহম্মদ । ওরে ও এম আই - এম আইরে .....

মহি- আমি আমি এখানে ।...সারা দিতে দেরী হলেই আমি -ক্ষেপে যায় । তখন কে যে পাড়াপ্রতিবেশী - আর কে যে আমি - ফরাকটা বোঝা মুসকিল -

(হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে ফতিমা)

ফতিমা - এই যে । এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে শুনি । কত বেলা হল সে খেয়াল আছে ?

মহি - বেলা ! ওই তো সবে সূর্য্য উঠেছে । দেখ্ দেখ্ সূর্যেরই এখনও ঘুমই ভাঙ্গেনি আর তুই বলছিস কত বেলা হয়েছে

ফতিমা - একটু বেলা হলেই তো মাঠের ঘাসও উধাও হয়ে যায় । গরু-ছাগলের দানা কোথায় পাব বলতে পারিস । যত জ্বালা আমার -

মহি - দেখ্ দেখ্ সূর্য্যের আলোটা যেন একটা অগ্নিপিন্ডের মত -

ফতিমা - হায় আল্লা ! আমি মরছি অভাবের জ্বালায় আর ও মরেছে সূর্য্যের নেশায় । আমার যে কবে মুক্তি হবে

মহি - যবে আমি বে করে একটা বৌ এনে দেব

ফতিমা - কি বললি ! (মঞ্চের সম্পূর্ণ আলো জলে)

মহি - বে করে বৌ আনব তখন তোর একটুও জ্বালা থাকবে না

ফতিমা - ছেলের কথা শোন - পেটে জোটে না দানা আর ও কিনা দানা ভাগের কথা ভাবছে

মহি - আমি জানিনে ফন্দিফিকির - আমি জানি আল্লার ফতোয়া কে

ফতিমা - আল্লার ফতোয়া - !

মহি - আল্লার ফতোয়া সবার জন্য আছে - কারো জোটে আগে আবার কারো পরে -

ফতিমা - গরীবের আবার আল্লার ফতোয়া । চল গোয়ালে চল - দেখতে দেখতে বেলাও যেতে শুরু করেছে

(মহি ফতিমার কাছে গিয়ে ফতিমার দু কাঁধে হাত রেখে আবেগের সাথে বলে)

মহি - দেখিস একদিন আল্লা ঠিক আমাদের কথা শুনবে । আমাদের সব দুঃখঃ দূর হয়ে যাবে

ফতিমা - কবে তোর পাগলামি ঘুচবে কে জানে

মহি - আম্মি । ওরা আমায় পাগল বলে বলুক, তুই আমাকে পাগল বলবি না - হ্যাঁ

ফতিমা - আহা -। দুনিয়ার লোকে তো পাগল বলেই ডাকে তখনতো আহ্লাদে হয় আটখান ।আর ঘরেতে ওনার পাগল নামের পাগলামির নমুনা দেখ ....

মহি - (উত্তেজিত) আম্মি । তোকে আমি বলেছি না ওরা যে যা বলে বলুক তুই ওই নামে ডাকবি না। ওরা জানেনা এ দুনিয়ায় আসল পাগল কে । (উত্তেজিত ভাবে শূন্যের পানে চেয়ে) ওরে কাউকে পাগল বলার আগে তোরা নিজের মনের ভিতরে ঝাঁক -খোদাতাল্লা অনেক মেহেরবান হবে। হাঃ হাঃ হাঃ -

ফতিমা - মহি !

মহি - রামকৃষ্ণ ঠাকুরও পাগলামি করত - কই তাকে তো কেউ পাগল বলে ক্ষেপাতো না

ফতিমা - শোন ছেলের কথা , আরে সে আর তুই এক হলি

মহি - কেন নয় । সেও মানুষ আমিও মানুষ । সেও উল্ট-পাল্টা বলত, আমিও বলি -তাকে কেউ পাগল বলে কেন ক্ষ্যাপাতো না । আমর বেলা কেন এই ভেদাভেদ । বল্ বল্ কেন ?

ফতিমা - উনি হিন্দুর ঈশ্বর আর তুই মুসলমানের কাফের

মহি - আমি কাফের !

ফতিমা - যার মেহেরবানিতে জন্ম পেয়েছিস এই ধর্তিতে তার ধর্মাদেশ মানিস না সে কাফের ছাড়া আর কি

মহি - (ম্লান হেসে) -আম্মি - আমি হলাম মুখ্য । ধর্মের ব্যাখ্যা না জানলেও আমি জানি - 'যিনি আল্লা তিনি ঈশ্বর - তিনিই খোদা - সবার মালিক এক '-

ফতিমা - এ তুই কি বলছিস -- !

মহি - আমি জানি । আমার এক দিদিমনি আছে- সে সব বলেছে । তোরা আর আমাকে ফাঁকি দিতে

পারবি না -। (গানের সুরে) -আমার আল্লা যে হিন্দুর হরি সে -হাঃ হাঃ-

ফতিমা - সবাই মিলে তোকে পাগল বানিয়েই ছাড়বে । চল - ঘরে চল

(ফতিমা মহম্মদের হাত ধরে টানলে মহম্মদ বাঁধা দেয়)

মহি - আঃ হাতটা ছাড় না-

ফতিমা - আগে পেটের কথা ভাব -। পেটে না পড়লে কোথায় খোদা কোথায় হরি -টের পাওয়া যায় না-

(ফতিমা হাত ধরে টানলে মহি তার হাতটা ছাড়িয়ে নেয়)

মহি - অত-শত জানিনে । তুই আছিস আর আছে ওই উপরওয়ালা -ব্যাস আর আমার কিসের ভাবনা

ফতিমা - আল্লা -হরি নিয়ে পাগলামী চলে না

মহি - ধ্যাৎ । বলেছিনা দিদিমনি বলেছে- আমি পাগল নই । আমি সবাইকে চিৎকার করে বলব শোন হে সবে -

ফতিমা - উঃ - ওনার কথা সবার শুনতে বয়ে গেছে - চল -

(ফতিমা মহির হাত ধরে জোড়ে টান দিয়ে ভিতরে নিয়ে যায়)

(নেপথ্যে ভাটিয়ালি সুরে বাঁশি বাজতে থাকে । মাঝে মাঝে মহি-র কণ্ঠে গরু-বাছুর তড়াবার আওয়াজ ভেসে আসে । সে মুহূর্তে হাতে এক-দুটো বই নিয়ে স্কুল যাওয়ার উদ্দ্যেশে প্রবেশ করে ময়না । একটু এগিয়ে থেমে এদিক ওদিক চায় । এমন সময় পার্থ ময়নাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় ।ময়না তখনও অন্যমনষ্ক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে । পার্থ একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়ায়, এরপর চিন্তিত ভাবে ময়নার কাছে এগিয়ে যায় ।)

পার্থ - তুমিতো স্কুলে পড় । তাইনা ?

ময়না- - আজ্ঞে !

পার্থ- - আমাদের স্কুলে -

ময়না - আপনাদের স্কুলে !

পার্থ - হ্যাঁ । তুমি পড় - মানে আমি প্রায়ই তোমায় দেখি

ময়না - আমি পড়ি না পড়াই

পার্থ - সেকি তুমি দিদিমনি । ওঃ - পরে কথা হবে - এখন যাই তাহলে

(পার্থ যেতে যেতে পিছু ফিরে একবার ময়নাকে লক্ষ্য করেই হন্তদন্ত হয়ে প্রস্থান করে । ময়না দাড়িয়ে আপন মনে হাসে)

ময়না - উনি এখনও উঁকি-ঝুঁকি মারেন -যতঃসব

(ময়না প্রস্থান উদ্দ্যত হলে মহি হঠাৎ তরিৎ বেগে ময়নার সামনে এসে দাঁড়ায় । ময়না ভয়ে চমকে ওঠে)

মহি - দিদিমনি -

ময়না - ওঃ তুই - !

মহি - কেমন চমকে দিলাম বল

ময়না - আমার এসব পছন্দ নয়

মহি - ভাবলাম আমায় না দেখে মনে মনে রাগ করবে তাইতো মাকে ফাঁকি দিয়ে মরি-বাঁচি করে ছুটে এলাম -

ময়না - এটা নিছক পাগলামী

মহি - পাগলামী -

ময়না - নয়তো কি

মহি - আমি - দুঃখীত -। (রাগান্বিত ভাবে কথাটা বলেই বাইরের দিকে যেতে উদ্দ্যত হয়)

ময়না- - আরে আরে - কোথায় যাচ্ছিস -?

মহি - পাগল আর মানুষের তফাৎ বজায় রাখতে

ময়না - আচ্ছা বাবা ঘাট হয়েছে

(মহম্মদ একটু থেমে আবার প্রস্থান উদ্দ্যত হয়)

ময়না - এমন করে চলে গেলে আমি কষ্ট পাব

মহি - মিথ্যা ছলনায় মন ভরে না

ময়না - আমি তোকে ভালবাসি

(মহম্মদ থমকে দাঁড়ায় ।)

মহি - তুমি আমায় ভালবাস ! (ময়না নীরবে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে)

মহি - তুমি আমায় ভালবাস !

(মহম্মদ ময়নার কাছে গিয়ে চোখে চোখ মেলাতেই ময়না মাথা নত করে প্রস্থান উদ্দত হয় । এমনয় সময় মহম্মদ আবেগে উচ্চৈঃসরে বলে)

মহি (উচ্চৈঃস্বরে) দিদিমনি আমায় ভালবাসে । দিদিমনি আমায়---

(ময়না দ্রুত এসে মহম্মদের মুখ চেঁপে ধরে)

ময়না কি হচ্ছেটা কি

মহি তুমি তো বললে তুমি আমায় ভালবাস

ময়না তোর রাগ ভাঙ্গাবার জন্য বলেছি

মহি তুমি তো বলেছ মিথ্যা বলা অন্যায় আর অন্যায় যে করে তার ক্ষমা হয় না

ময়না প্রয়োজনে বললে দোষ নেই

মহি প্রয়োজনে অন্যায়ের ক্ষমা হয় !

ময়না অত শত জানিনে - আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে আমি চল্লাম

মহি আমি নীচু ঘরের ছেলে বলে আমায় দূরে সরিয়ে দিচ্ছ

ময়না মহম্মদ

মহি উহুঁ । মহম্মদ নয় বল এম পি । তোমার দেওয়া নাম

ময়না এম পি -

মহি শুধু - এম -পি ?

ময়না এম পি - (সহাস্যে) মহাপুরুষ- হাঃ হাঃ ...

মহি এতো অন্তরের অন্তস্থলের লুকিয়ে থাকা আবেগে । এ আবেগ উন্মাদনায় দোলা দিয়ে যায় মনের বাসরে । এ আবেগ দিশাহীন- ভাষাহীন ।আজ আমি খুশির দোলায় হারিয়ে গেছি -তাইরে নারে নাইরে , আমার ভাবনা কিছু নাইরে - হাঃ হাঃ-

(খুশির আবেগে মহি ময়নার হাত ধরে গানের সাথে নাচতে থাকে)

ময়না হাঃ হাঃ (খুশির আবেগে মহির সঙ্গ দেয়)

(যখন ওরা দুজনায় খুশিতে মত্ত ঠিক সে মুহূর্তে পার্থ প্রবেশ করে মহি আর ময়নাকে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে নাচতে দেখে চোখ

টেঁড়িয়ে দেখতে থাকে । তা দেখে ময়না তরিৎবেগে সরে দাঁড়ায়)

পার্থ নাঃ। - না না । লক্ষণটা ভাল না

মহি কি ভাল না - এ্যাঁ -

পার্থ মুসলমান হয়ে বামুন মেয়ের হাত ধরে কি করছিলে বাছাধন

মহি সে কথার উত্তর.....

(ময়না ভীতি ভাবে মহি বাঁধা দেয়)

ময়না এম পি -

মহি ওরা খুশি বাটতে জানে না -ওরা খুশি ছিনিয়ে নিতে জানে -

ময়না মহি - । শান্ত । উত্তেজনা নয় -আমি আছি তো

মহি হুঁঃ । ঠিক আছে । আমি চললাম

ময়না এম পি -

(মহি নিজেকে সামলে নিয়ে রাগান্বিত ভাবে পার্থের পানে চেয়ে দ্রুত বিদায় নেয়)

পার্থ এম পি ।অতী সুন্দর । আসল নাম ছেড়ে এম পি - তা বেশ

ময়না মানে ?

পার্থ তোমারও বলিহারি - খুঁজে খুঁজে আর পেলে না- শেষে ওই গেঁও মুসলমান

ময়না কি বলতে চান আপনি

পার্থ আমার হাতটাও খালি ছিল -

ময়না আমি বাবাকে বলব আপনার কথা

পার্থ বলবে ! বঃ বঃ-খুব ভাল

ময়না বলব কাকাবাবু

পার্থ ওঃ । আমার নাম কাকাবাবু নয়

ময়না এম পিও তো নয়

(ময়না কথাটা বলে দ্রুত বিদায় নেয়)

পার্থ আচ্ছা - এই কথা । আমিও দেখব কোন ঘাটের জল কোন পথে বয়

(প্রস্থান উদ্দ্যত এমন সময় নেপথ্য থেকে মহিকে খুঁজতে খুঁজতে প্রবেশ করে ফতিমা)

ফতিমা কোথায় যে গেল ছেলেটা । মহিরে -ও -

পার্থ তুমি তো মহম্মদের মা

ফতিমা তুমি দেখছ তাকে । গরু বাছুর ছেড়ে কোথায় যে গেল কে জানে

পার্থ গরু-ছাগল ছেড়ে মেয়েদের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে

ফাতিমা তুমি ভুল বলছ না আমি ভুল শুনছি ?

পার্থ মানে ?

ফতিমা যার সাথে যার লাগে মন কিবা মুচি কিবা ডোম

পার্থ তুমিও ডুবে ডুবে জল খাও দেখছি -

ফতিমা আমি গরুদের জন্য জল নিয়ে যাচ্ছি -তুমি জল খাবে -

পার্থ এত বড় কথা -

ফতিমা- জল দান হল-প্রাণদান -বলেছে দিদিমনি

পার্থ- এখানেও দিদিমনি - বেশ এবার

ফতিমা ওরে ও মহি - মহিরে

পার্থ যখন লাগামের বাইরে যাবে তখন এই শ্রীমান বাঁচাতে পারবে না

ফতিমা যার নামে রয়েছে মহম্মদ স্বয়ং-তার আবার ভাবনা কিসের । তুমিও বাপু তার নাম স্মরণ কর দেখবে তার আশীস তুমিও পাবে ।

পার্থ বটে

ফতিমা মহিরে - ওরে ও মহম্মদ -

(মহম্মদকে ডাকতে ডাকতে ফতিমা ভিতরে যায় ।)

পার্থ ও আমার কথা কানে ঢুকল না । বেশ আমিও দেখব কত ধানে কত চাল । হুঃ -

(রাগান্বিত ভাবে বিদায় নেয় পার্থ । নেপথ্য থেকে ভেসে আসে -যন্ত্র সংগীতে- তাইরে নাইরে -ভাবনা কিছু নাই রে । এমন সময় প্রবেশ দুজন যুবক সুকান্ত আর সুদীপ)

সুকান্ত কোথায় তার বাড়ি

সুদীপ কার ? এম পি -র

সুকান্ত হ্যাঁ - এম পি - তোদের মহাপাগল হাঃ হাঃ -

সুদীপ ওই তো । ওই যে বাড়িটা ওটা এম পি-র বাড়ি । দাঁড়া আমি ডাকছি - এম পি- ও -

(এমন সময় খুশি মনে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে মহি)

মহি (গানের সুরে) তাইরে নারে নাইরে - ভাবনা কিছু নাই রে -

সুদীপ এইতো এম পি - শোন এম পি - শোন

(মহি আচমকা থামে)

মহি কই আমায় মহাপাগল বললি না তো -

সুকান্ত শোন পাগলের পাগলামী নিজেকে নিজেই বলে মহাপাগল - হাঃ হাঃ -

(মহি গম্ভীর ভাবে সুদীপের কাছে যায়)

মহি সুদীপ তোর সাথে এ মালটা কে রে । একেতো চিনলাম না

সুকান্ত মাল ! আমি মাল ? আমার নাম সুকান্ত

মহি একই কথা - মাল আর নাম দুটোই পরিচয়ের প্রতিক

সুকান্ত বঃ অনেক কথা জানে দেখি

মহি দিদিমনি বলেছে । কই তুমি কে হে বললে না তো

সুদীপ সুকান্ত আমাদের গ্রামে নতুন এসেছে

মহি তুমি গোয়ালের বাঁধা গরু না লাগামছাড়া

সুকান্ত এসব কি বলছে ও

(সুকান্ত রাগান্বিত ভাবে সুদীপের দিকে চায়)

মহি আমার ভাষা যেমন সহজ এর অর্থটাও তেমন সহজগো - হেঃ হেঃ

সুদীপ সুকান্ত তুই ওর কথায় মনে কিছু করিস না । জানিস তো ওর (মাথায় হাত রেখে ইসারা করে বলে) একটু ইয়ে আছে

সুকান্ত এবার বুঝেছি -লোকে মহা পাগল বলে কেন

মহি না না । ওটার সাথে এম পি যোগ না করলে বেমানান লাগে

(সুকান্ত অবাক হয়ে সুদীপের পানে চায়)

সুদীপ এখানে সবাই ওকে এম পি -মহাপাগল বলে ডাকে । তাই -

সুদিপ্ত পাগলামিটা কি আসল না কি শেয়ানা-গিরিটা আসল

মহি হেঃ হেঃ - হেঃ হেঃ

সুকান্ত এতে হাসির কি হল

মহি ভাবছি আসল পাগল কে

সুদিপ্ত হোয়াট

সুদীপ ছেড়েদেনা -ও সব কথায় কান দিয়ে কি লাভ

মহি ঠিক । বিলকুল ঠিক । নইলে উল্ট না প্রমাণ হয়ে যায়

সুকান্ত সেটা সময় সাপেক্ষ

মহি বর্তমানকে উপেক্ষা করলে ? বেশ তোমাদের মর্জি

সুকান্ত শুনলাম নাকি তুমি পাগলামীর বাহানা করে মেয়েদের গায়ে ঢলে প্রেম নিবেদন করছ

মহি বল অর্ঘ্য নিবেদন করেছি

সুকান্ত মানে

মহি ওমা এটাও জান না - প্রেমতো পূজা । আমি এ সব জানি আমাকে সে বলেছ

সুদীপ কে বলেছে ? কি বলেছে ?

সুকান্ত তোরা বলিস পাগল - এ তো শেয়ানা পাগল

মহি তোমাদের ভাষায় আমি মহা পাগল আর একজনের ভাষায় আমি প্রেম পাগল । হ্যাঁ । (গানের সুরে) তাইরে নারে নাইরে - ভাবনা কিছু নাই রে-

(গাইতে গাইতে প্রস্থান উদ্দ্যত মহি)

সুদীপ এই এই এম পি । চললি যে

সুকান্ত তোমার হিসাব নেওয়া বাকী

মহি এ হিসাব তোমরা বুঝবে না ।এ যে প্রেমের হিসাব -এ হিসাব মিললে মালামাল- না মিললে ফকির । বুঝলে ? হেঃ হেঃ -

(মহির কথা শুনে সুদীপ আর সুকান্ত একে অপরের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে)

মহি তাইরে নাইরে নাইরে - ভাবনা কিছু নাইরে -

(গাইতে গাইতে প্রস্থান করে মহি)

সুকান্ত এ বেটা আমাদেরকেই পাগল বানিয়ে কেটে পড়ল - বেটাকে দেখাচ্ছি মজা

সুদীপ কি হবে এসব করে

সুকান্ত (বিকৃত করে) কি হবে এসব করে । একেতে আমাদের পাড়ার মেয়েকে অন্য পাড়ার ছেলে প্রেম করবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব ?

সুদীপ জানিস তো বেটা পাগল - ও কখন কি বলে তা ওই জানে না - খামাকা তুই

সুকান্ত চুপ কর তুই । একেতে পাড়ার মেয়ে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তারপর একটা মুশলমানের সাথে

সুদীপ প্রেম ভালবাসায় ওতে দোষ নেই

সুকান্ত তুই কি ওর হয়ে ওকালতি করতে এসেছিস ?

সুদীপ জানিস তো ও মহা-পাগল

সুকান্ত আহা - হা । মহা-পাগল । ওর পাগলামী আমি ঘুচিয়ে দেব ।

(সুকান্ত রাগান্বিত ভাবে প্রস্থান উদ্দ্যত)

সুদীপ আরে আরে চললি কোথায়

সুকান্ত আড্ডায়

সুদীপ আড্ডায় ! এখন আড্ডায় কেন

সুকান্ত দল বাঁধতে । আমি চললাম - ইচ্ছে হলে তুইও আসতে পারিস

(সুকান্ত দ্রুত প্রস্থান করে)

সুদীপ নিশ্চিত একটা অঘটন ঘটাবে । কে কাকে বোঝায় - কে যে পাগল আর কে মহা পাগল বোঝাই দায় । যাই দেখি কি করা যায় -

(সুদীপের প্রস্থান । মঞ্চের আলো নিভে যায় ।সময় সন্ধ্যা । মঞ্চে সামান্য আলো জলে । মঞ্চের এক কোনে পার্কের একটা উচু ঢিপিতে আকাশের পানে চেয়ে ভাবুক মনে বসে আছে মহি । এমন সময় ময়না মহির পিছনে এসে দাঁড়ায় কিন্তু মহির সেদিকে খেয়াল নেই । ময়না মহির দিকে সামান্য ঝুকে নরম সুরে ডাকে)

ময়না মহি -

(মহি ময়নার ডাক শুনে তরিৎবেগে উঠে দাঁড়ায়)

মহি ওঃ তুমি - (নীরবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে)

ময়না কি হল চুপ করে গেলি যে

মহি আমি কি তোমার মহি ?

ময়না ওঃ- সরি । এম পি - আমার মহাপুরুষ

মহি আজ যে তোমার মহাপুরুষ -দেখবে সে একদিন সবার নজরে মহাপুরুষ হবেই হবে

ময়না সেটাইতো আমি চাইরে - তুই মহাপুরুষ হবি -সবার মাঝে একজন হবি - এটাইতো আমার কামনা

মহি সবই তোমার অবদান

ময়না- থাক ও সব কথা । আচ্ছা, প্রায়ই তুই আকাশের দিকে চেয়ে কিছু ভাবিস । কি ভাবিস বল তো?

মহি ভাবছিলাম আকাশের কত রংগ । দিনে সে সূর্য্যের উত্তাপে নিজেকে উত্তপ্ত করে রাখে আবার রাতে চাঁদের শান্ত আর মন মাতানো রূপে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে সবার মনে আনন্দের আবেগ এনে দেয়

ময়না চাঁদের সে রূপের মোহে তাঁরারাও খেলে লুকোচুরী -মাতামাতি করে নিজের খুশিতে-

মহি আচ্ছা । আমাদের মত ওদের নেই জাতের বড়াই - নেই ছোঁয়া-ছুঁই এর লড়াই ?

ময়না হঠাৎ এ প্রশ্ন মনে এল কেন ?

মহি জান ওরা বলে আমি মুশলমান আর তুমি .... । বল না কেন এই দ্বন্দ্ব । আমি কি তোমাকে ....

ময়না চুপ করে গেলি যে ? বল কি আমাকে -

মহি তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও

ময়না আকাশে যে মানুষ নেই, তাই সেখানে নেই দ্বন্দ , নেই লড়াই -বিদ্বেশ

মহি তাহলে এসব মানুষেরই সৃষ্টি ! কোন ধর্মের দোহাই নয় !

ময়না না । কোন ধর্ম এমন কথা বলে না । মহান ব্যাক্তিরাও এর বিরোধী । সবার একই দিক্ষা -হিংসা নয় সহানুভূতি -চাই -

মহি তুমি তো বলেছিলে ঈশ্বর - আল্লা খোদা -সব এক

ময়না হ্যাঁ । সবার মালিক এক । তারই সৃষ্টি মানুষ আর মানুষের সৃষ্টি -যত রীতি-নীতি ।আচার আচরণ ভেদা-ভেদ, উঁচ্চ-নীচ এ সবই মানুষের সৃষ্টি -

মহি এর প্রতিকার কি নেই ?

ময়না মানুষই করবে এর প্রতিকার । আসলে মানুষ ধর্ম ভীরু । এটাই মানুষে মানুষে ভেদাভেদের মহা কারণ - তবে এরও প্রতিকারের উপায়ও আছে

মহি আছে উপায় !বল না - কি সে উপায় -আমি তার হাল ধরব-

ময়না (ম্লান হেসে)- হাল ধরবি

মহি তুমি হাসছ

ময়না এটা কারও একার সাধ্য নয়

মহি তবে !

ময়না যখন মানুষের চেতনার হবে উন্নতি । যখন মানুষের অজ্ঞতার ঘটবে অবসান । ধর্ম নয় কর্মের ফলে নিয়তীর নির্ধারনে বিশ্বাষী হবে

মহি যখন মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ হবে দূর - তখনই এর প্রতিকারের পথ প্রস্থ হবে

ময়না ‘নরে’ তে আছে নারায়ন -এ শিক্ষা দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ ।

মহি সেই নরকে নর-ই করছে তার শত্রু -করছে হিংসার রোপন

ময়না (হাত ঘড়ি দেখে) আরে বাবাঃ । কত দেরী হয়ে গেল । এতক্ষণে ববা হয়ত খুঁজতে বেড়িয়ে পড়েছে । যাই রে এম-পি

মহি (সহাস্য)-মহাপুরুষ । - বল -বল

ময়না (সহাস্য -লাজুক ভাবে) আমার - - মহাপুরুষ

(কথাটা বলেই ময়না লাজুক ভাবে প্রস্থান করে)

মহি (আবেগে উত্তেজিত ভেবে) তোমায় রক্ষা করবে আমার আল্লাও - যাও নির্ভয়ে যাও আমার দিদিমনি -

ময়না (সহাস্যে)- তোমার আল্লা - হাঃ হাঃ

মহি সাবধানে যেও -ইন্‌সাল্লা-

(খুশি মনে মহি চেয়ে থাকে ময়নার গন্তব্য স্থলের দিকে । ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে ।)

মহি তাইরে নাইরে নাইরে - ভাবনা কিছু নাইরে

(মহি খুশি মনে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য অগ্রসর হতেই দুজন যুবক- সুকান্ত আর সুদীপ মুখে রুমাল দিয়ে ঢেকে প্রবেশ করে)

সুকান্ত দাঁড়াও -

(মহি থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখে)

মহি একি তোমাদের মুখ ঢাকা কেন ?

সুদীপ তোর কাছে -ধরা দেব না বলে -

মহি হাঃ হাঃ - আরে পাগল -মুখ ঢাকলেই কি নিজেদের লোকানো যায় ?

সুকান্ত কি বলতে চাও-

মহি গলার আওয়াজটাকে কি করবে -আর যদিও বা লুকোও - কিন্তু ধরা তো একজনের কাছে পড়তেই হবে বুঝলে সুদীপ আর লাগামহীন -

সুকান্ত এই খবরদার । দেখ তবে -

(সুকান্ত মহিকে মারতে উদ্দ্যত হয়)

মহি- এক মিনিট । আমাকে তোমরা মারতে চাও তো

সুকান্ত- (ঘার নেড়ে সম্মতি জানায়) হ্যাঁ -

মহি= কেন মারতে চাও বলবে কি ?

সুদীপ এ বেটা বলে কি

সুকান্ত- আমরা তোমায় প্রতিবাদ জানাতে এসেছি

মহি- প্রতিবাদ ! কিসের প্রতিবাদ ?

সুকান্ত- তুই মুশলমান হয়ে ব্রাহ্মনের মেয়ের সাথে প্রেম করছিস

মহি- ব্যাস । কিন্তু এতে তোমাদের ক্ষতি কি -

সুকান্ত আমাদের পার্থদা কি মরে গেছে

মহি ওঃ । পার্থদা কি মারা গেছে -। আরে বাঁচা আর মরার তফাৎ যদি জানতিস তাহলে এমন কাজ করতিস না

সুদীপ- কি বলতে চাস

মহি রত্নাকর দস্যুও এমন কাজ করা থেকে বিরত হয়েছিল -কারণ একদিন বাঁচার সঠিক অর্থ সে বুঝতে পেরেছিল । তোমরা কি রত্নাকর হতে চাও না বাল্মিকি মুনি -

সুকান্ত- সেই থেকে অনেক জ্ঞান দিচ্ছে -

মহি মগজে ঢুকল কিছু

সুকান্ত চুপ কর মহাপাগল

মহি মহাপাগল - হাঃ হাঃ -

সুকান্ত তবে এবার দেখ -

(মহিকে ধাওয়া করলে মহি চতুরাই এর সাথে ওদের উল্টদিকে যায়)

মহি- তাইরে নাইরে তাইরেনা - তোমরা ধরতে পারবে নারে-

সুদীপ একি খেলা হচ্ছে নাকি -

সুকান্ত - দেখাচ্ছি খেলা কাকে বলে -এই নে -

(মহির দিকে এগিয়ে যেতেই মহির পিছনে এসে দাঁড়ায় ময়না)

ময়না - খবরদার ।

মহি - তুমি !

ময়না - ওর গায়ে হাত তুললে কারও রেহাই হবে না । বাবা - বাবা এখানে এস তো -

(সুকান্ত আর সুদীপ জড়সড় হয়ে একে অপরের হাত ধরে পলায়ন করে । সুকান্ত আর সুদীপ চলে যাবার পর ময়না মুচকি হাসে । মহি বাইরের দিকে লক্ষ্য করে)

মহি - কই তোমার বাবা কই ?

ময়না - বলেছিনা প্রয়োজনে মিথ্যা বলতে হয় -

মহি - এবার মানলাম তোমার যুক্তিকে । কিন্তু হঠাৎ তুমি এখানে কি কারণে

ময়না - তোর আল্লা পাঠিয়ে দিল । আসলে একটা বই ওই পার্কের বেঞ্চেই রয়েগেছে

মহি - আমি এনে দিচ্ছি

(দ্রুত গিয়ে পার্কের বেঞ্চ থেকে বইটা এনে দেয়)

ময়না - এবার আসি । আমার ভগবান তোকে রক্ষা করবে

মহি - তোমার ভগবান আমার আল্লা - হাঃ হাঃ

ময়না - হাঃ হাঃ

(মহির সাথে হাসতে হাসতে বিদায় নেয় ময়না । মহি ক্ষণিকের জন্য ময়নার পথের দিকে চেয়ে থাকে । এমন সময় নেপথ্য থেকে মহিকে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে ফতিমা)

ফতিমা - মহি - ওরে মহিরে -। এইযে শ্রীমান এখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনের সুখ মেটাচ্ছেন আর আমি হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি । এভাবে চললে আমাকে আর পেতে হবে না

মহি- - তুই রাগ করছিস আম্মি

ফতিমা - তবে কি করব শুনি । তোর বয়সের ছেলেরা দু পয়সা কামিয়ে আনে । আর তুই নিজের গরু-বাছুরের যত্নও নিতে পারিস না - কেন রে ?

মহি - আমার ভাল লাগে না

ফতিমা - শোন ছেলের কথা । আমি কোথায় যাই -

মহি - আম্মি আমার খিদে পেয়েছে -

ফতিমা - ওমাঃ- খিদে লেগেছে । বলবি তো । আরে আমি তোর আম্মি । বকি-ধরি যাই করি তাই বলে কি খেতে দেব না এটা কি করে হয় -

মহি - এখন তো চল নইলে পেটের জ্বালা আরও বেড়ে যাবে

ফতিমা - তাইতো - চল চল

মহি - চল

ফতিমা - আহারে - আমার বেটার খুব ---

মহি - আম্মি চল তো -

(মহি ফতিমার হাত ধরে ভিতরে নিয়ে যায় ।)

রাতের অন্ধকারের দৃশ্য । মঞ্চের আলো আরো কমে যায় । নেপথ্যে রাতের ঝিঁঝিঁ পোকা আর তোক্কক সাপের ডাক থেকে শোনা যায় । এমন সময় হঠাৎ নেপথ্য থেকে উত্তেজিত জনতার কণ্ঠ শোনা যায়)

নেঃ যুবক- ওই যে ওই দিকে মুশলমানদের বাড়ি -

নেঃবহুজনে- চল ওদিকে চল

(এক সাথে বহুজনের উত্তেজিত কণ্ঠ । এমন সময় কয়েকজন যুবক হাতে লাঠি নিয়ে উত্তজিত ভাবে মঞ্চে প্রবেশ করে)

১ম জন - কোথায় - কোথায় ওদের বাড়ি - হিন্দুর গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে -তবে দেখ এবার মজা-

২য় জন - চল বেটাদের ঘর জ্বালিয়ে দে -

বহুজনে - জ্বালিয়ে দাও । ওহো -হো -

(<u>উত্তেজিত ভাবে সবাই প্রস্থান করে ।</u> পরমুহূর্তে ঠিক বিপরীত দিকে নেপথ্য থেকে ভেসে আসে আর একদল উত্তেজিত জনতার কণ্ঠ শোনা যায়)

নেঃ যুবক -ওই যে ওই দিকে হিন্দুদের পাড়া

নেঃবহুজন -চলো সবাই ও- হো -হো

(মঞ্চের বিপরীত দিক থেকে হৈ হৈ করতে করতে প্রবেশ করে আর একদল যুবক । তাদেরও হাতে লাঠি।)

১ম যুবক - ওই যে ওই দিকে হিন্দুদের ঘর

২য় যুবক - ওরা মুশলমানের গায়ে হাত দিয়েছে । এবার তবে তার মাশুল গোন -

বহুজন - জ্বালিয়ে দেও ওদের ঘর-বাড়ি

(যুবক বৃন্দ উত্তেজিত ভাবে প্রস্থান করে । এরপর ভীত ভাবে মহি প্রবেশ করে - তাকে অনুসরন করে ফতিমা)

ফতিমা - এবার কি হবে মহি -

মহি - ভাবতে দে

ফতিমা - ভাবতে গেলে দেরী হয়ে যাবে

মহি - তুই ভিতরে যা আম্মি

ফতিমা - না । তোকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না

মহি - কখন কি হয় কে জানে । তুই বাড়ির ভিতরে যা

(এমন সময় একজন রিপোর্টার মাইক হাতে নিয়ে দ্রুত মঞ্চে প্রবেশ করে । প্রথমে সে এদিক ওদিক দেখে তারপর মহিকে দেখতে পেয়ে দ্রুত মহির কাছে যায়)

রিপোর্টার - তুমি কি প্রত্যক্ষ্যদর্শী

মহি - না । তবু সব জানি

রিপোর্টার - না না । প্রত্যক্ষ্যদর্শী চাই । ক্যামেরা ভাই আমার দিকে ফোকাস কর

নেঃ ক্যামেরা-]- ক্যামেরা রেডি

ম্যান]

রোপোর্টার -আমি এই মুহূর্তে চঞ্চল গ্রামের চাঞ্চল্যকর ঘটনাস্থলে । এখানে উত্তেজনা ভয়ানক । কে বা কারা আগে এই দাঙ্গা শুরু করেছে সঠিক বলা মুস্কিল । তবে কিছু ঘটেছে এটা নিশ্চিত

মহি - না না- কিছুই ঘটে নি -শুধু বচসা । আসলে এর পিছনে অন্যকারো স্বার্থ আছে । এ দাঙ্গা রটনা- এটা ঘটনায় বদলানো হয়েছে

রিপোর্টার - বড়ই চমকদার কথা ইনি বললেন । আসলে নাকি কোন লড়াই বা মারামারি হয়নি -এটা নিছক স্বার্থন্বেষী মানুষের রটনা । হয়ত তাই হয়ত বা নয় । আমরা আছি আপনাদের কাছে সত্যটাকে উন্মোচন করে আনবই । এবার আমরা যাব চঞ্চল গ্রামের অন্যপ্রান্তে - যেখানে এই ভোর রাতের অন্ধকারে লোকেরা আতঙ্কে রয়েছে - ভাবুন একবার তাদের কথা

মহ- শুনুন

রিপোর্টার - যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন

মহি - আপনারা এমন কিছু প্রচার করবেন না যাতে ওই স্বার্থন্বাষীর স্বার্থ সিদ্ধ হয় । নিরীহ মানুষের প্রাণ নাশের রটনা করা বন্ধ করুন

রিপোর্টার - অকারণে আমাদের সময় নষ্ট করবেন না । রাস্তা ছাড়ুন -

ফতিমা আমার কথা শুনুন

রেপোর্টার- সময় নেই

(রিপোর্টারের প্রস্থান । মহি আর ফতিমা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে)

ফতিমা - (আতঙ্ক) হ্যাঁরে -মহি এবার কি হবে

মহি - একটা ভালবাসার প্রতিদ্বন্দিতার গল্প যে এমন ভয়ানক রূপে পরিবর্তিত হবে তা কে জানত

ফতিমা - তোকে কত করে বলেছি - যে বই-এর কথা বাস্তবে খাটে না ।-সময় এলে মানুষ ভুলে যায় একে অপরের পরিচয়কে -তখন ধর্মই হয় তাদের উশুল

মহি - আমি মানিনা

ফতিমা - (উত্তেজিত ভাবে) কবে মানবি - যখন সব শেষ হয়ে যাবে ?ওই দিদিমনি তোর মাথা খারাপ

করেছে-। হুঁঃ -সবার মালিক এক । এক না ছাই - ওসব বই এর কথা বইতেই মানায়--

মহি - (উত্তেজিত ভাবে) আ-মি - ।

ফতিমা - মহি ! চল আমরা এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাই -

মহি আমি ঃ - ।

ফতিমা আমি যে মা রে । সন্তানের বিপদ মা না পারে সইতে না পারে দেখতে

মহি - যা - ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর । আমি একটু পরে আসছি -যা -

(ফতিমা হতাশার সাথে মহির পানে চেয়ে নিরুপায় ভাবে বিদায় নেয়। মহি চিন্তিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে সে পার্কের এক কোনে রাখা বেঞ্চে বসে । কখন ভোর হয়ে যায় মহি তা খেয়াল করেনি । মঞ্চের ভোরের আলো জ্বলে । এমন সময় নেপথ্য থেকে মাইকে ভেসে আসে ঘোষকের ঘোষণা)

নেঃ মাইকে -সকল গ্রামবাসীকে আমাদের অনুরোধ , আপনারা একটু শান্তি বজায় রাখুন । কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের নেতারা ধর্ম নির্বিশেষে তথা রাজনিতি নির্বিশেষে একই মঞ্চে একত্রিত হয়ে আজকের সমস্যার সমাধানের ঘোষণা করবেন । - ধন্যবাদ

(প্রবেশ করে ফতিমা)

ফতিমা - ওঃ । এবার যদি সুরাহা হয় -কিন্তু -

মহি আমি তুই !

ফতিমা - রাত ভোর এখানে কাটিয়ে দিলি -

মহি - মনে বড় ব্যাথারে। মনে হয় আমিই এসবের জন্য দায়ী - চল এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাই

ফতিমা - তোর দিদিমনির কি হবে

মহি মনটাকে মানিয়ে নেব -

ফতিমা - নারে - তোর বাপের ভিটে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না

মহি আমি !

ফতিমা আমি সব বুঝিরে - আমি যে তোর আমি

মহি আমি আজ খুব ক্লান্ত - তোর কোলে একটু মাথাটা রাখতে দিবি আমি

ফতিমা খোকা ।

মহি কতদিন হয়েগেছে তোর স্নেহে ভরা মমতার কোলে মাথা রাখিনি

ফতিমা মহি - এমন করে মনে ব্যথা দিস না। আমির স্নেহ- মমতা কোন দিন ফুরায় না রে। চল বেটা -

(ফতিমা কে অনুসরণ করে মহিও বাড়ির ভিতরে যায়)

(সন্তর্পণে প্রবেশ করে পার্থ । উকি দিয়ে এদিক ওদিক দেখে নেয় তারপর মহির বাড়ির দিকে চেয়ে বলে)

পার্থ কি ? কেমন লাগল -এ খেলা । তোমরা ভিন্ন জাতে রাসলীলার বন্ধনে বন্দি হতে পার আর আমি বুঝি তা ভাঙ্গতে পারব না । এটা ছিল তার নমুনা । প্রয়োজনে আরও খেল দেখবে যদি আমার স্বীকার অন্য কোন শিকারির কবলে চলে যায়

(এমন সময় ময়না পার্থের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে পার্থকে দেখে দাঁড়িয়ে সন্তর্পনে পার্থের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়)

ময়না- আপনি-

পার্থ কে ! ও তুমি - তুমি এখানে কেন

ময়না সেটাইতো আমার জিজ্ঞাস্য -

পার্থ- এখানে -এইতো । এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই একটু দাঁড়িয়ে গেলাম

ময়না অকারণে তো আপনি দাঁড়ান না - তাও আবার এম পির বাড়ির সামনে

পার্থ - কেন ? দাঁড়াব না কেন ? ও কি আমার শত্রু নাকি ? কাল রাতে যা ঘটে গেল - হিন্দু-মুশলমানের দাঙ্গা বলে কথা তাই ভাবলাম এম পি-র খোঁজটা নিয়ে যাই । শত হোক প্রতিবেশী তো

ময়না - দাঙ্গাটা কি আপনি নিজের চোখে দেখছেন না শুনেছেন

পার্থ - না না দেখিনি

ময়না শোনেনও নি -তবু জানেন তাইতো

পার্থ তুমি কি আমায় জেরা করছ নাকি ? মনে হচ্ছে আজকাল স্কুলে পড়ান ছেড়ে গোয়েন্দাগিরী করে বেড়াচ্ছ

ময়না চোরের সদাই মনে হয় এই বোধ হয় ধরা পড়ে গেল

পার্থ যা দিনকাল পড়েছে তাতে তুমিও একটু সাবধানে থেকো

(ময়না পার্থের কথা শুনে উচ্চৈঃস্বরে হাসে)

ময়না হাঃ হাঃ হাঃ -বেশ কায়দা করে কথাটা এড়িয়ে গেলেন তো । বেশ- দাঁড়িয়ে দেখুন প্রতিবেশীর ভাল করতে পারেন কি না । আমি চলি -

(ময়না মুচকি হেসে হাত নাড়িয়ে বিদায় নেয় । পার্থও অন্য মনষ্কভাবে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানায় । ময়নার বিদায়ের পর পার্থ ভাবুক মনে ময়নার পথের পানে চেয়ে থাকে ।

পার্থ - উনি লেডি গোয়েন্দা -। হুঁ - তোমাকে আমার....

(পার্থ প্রস্থান উদ্দ্যত হতেই সুদীপ আর সুকান্ত তার সামনে এসে দাঁড়ায়)

সুকান্ত গুরু -

পার্থ - একি তোরা এখানে কেন

সুকান্ত শুনলাম তুমি এই দিকে এসেছ তাই চলে এলাম

পার্থ - (বিকৃত করে)- চলে এলাম

সুদীপ তোমার জন্য একটা সুখবর আছে

পার্থ কি খবর - শুনি

(সে মুহূর্তে ঘরের ভিতর থেকে সন্দিগ্ধভাবে বাইরে এসে দা!ড়ায় ফতিমা)

পার্থ - কিরে চুপ করে আছিস যে - খবরটা কি বলবি তো

সুকান্ত না না এখানে বলা যাবে না

সুদীপ - দেওয়ালেরও কান আছে গুরু

সুকান্ত আড্ডায় চলো - সেখানে সব শুনবে

সূদীপ - শুনলেই তোমার মনটা লাফিয়ে উঠবে

পার্থ - খুব হয়েছে - এবার চল

(ফতিমা উকি দিয়ে ভাল করে দেখার চেষ্টা করাতে তার পায়ের শব্দ শুনে পার্থ চমকে ওঠে)

পার্থ - ওঃ ।শালি বুড়ির ঘুম ভেঙ্গেছে । চল চল -সময় নষ্ট করে লাভ নেই

(পার্থ তার দল নিয়ে বিদায় নেয় । ফতিমা ধীরে ধীরে ওদের গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যায় যাতে সবার মুখটা ভাল করে দেখতে পায় । এরপর আতঙ্কের সাথে মহিকে ডাকতে ডাকতে ঘরের দিকে এগিয়ে যায়)

ফতিমা আচ্ছা -শালি বুড়ির ঘুম ভেঙ্গেছে ? এই -'শালি বুড়ি' তোদের কাল হবে ? মহি - এই মহি

(মহি ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে)

মহি কি হল এমন হাকাহাকি করছিস কেনরে আম্মি

ফতিমা সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে রে

মহি সর্ব্বনাশ ! কিসের সর্ব্বনাশ ?

ফতিমা ওই যে পার্থ , কাল যার সাথে ময়নাকে নিয়ে তোর বচসা হয়েছিল, সে দলবল নিয়ে এখানে জটলা পাকাচ্ছিল

মহি জটিল লোকেরা জটলা পাকায় - ও নিয়ে ভাবিস না

ফতিমা কথাটা উড়িয়ে দিলি ? ওরা আমাদের বাড়ি দেখিয়ে কিছু বলছিল । আমার কেমন সন্দেহ হয় । যদি তোকে ওরা প্রানে মারে

মহি আম্মি তুই বড় বেশী ভাবিস

ফতিমা- তুই অন্য কোথায় চলে যা

মহি পালিয়ে যাব ? আল্লা যারে রাখে কে তারে মারে । যা ভাল করে এক কাপ চা বানা -ঘুমের ঘোড়টা এখনও কাটেনি -

ফতিমা কাল রাতের কথা ভুলে গেছিস । ওরে জাতের লড়াই সহজে থামে না -ও যে ছাই চাপা আগুন

মহি বলেছি না আল্লা যারে রাখে কে তারে মারে । যা এনিয়ে আর ভাবিস না

ফতিমা ওরে- আমি দেশ ভাগ হতে দেখেছি - দেখেছি শত শত নরবলি । সে এক ভয়াবহ মুহূর্ত ।ওঃ- হে আল্লা -ওদের সুমতি দে - ওদের সু.....

(বলতে বলতে ফতিমা মাথাঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম দেখে মহি দ্রুত এসে ফতিমাকে ধরে ।)

মহি আম্মি - আম্মি -তুই ঠিক আছিস তো - আম্মি

ফতিমা আমার সময় হয়েগেছে রে-

মহি নাঃ । ওসব কথা বলবি না -

(ফতিমা নিরুত্তর । মহি তাকে ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে যায় । মুহূর্তের মধ্যে মহি ফিরে আসে)

মহি আম্মি তোকে নিয়েই আমার চিন্তা । হে আল্লা আমার আম্মিকে তুমি দেখ -আমার আম্মি কোন দোষ করেনি ওকে আমার কাছ থেকে নিও না - আমি তাহলে.....

(বলতে বলতে মহির চোখে জল আসে ।এরপর মহি পার্কের এক কোনে ভাবুক মনে বসে থাকে । হঠাৎ বড় বড় গাড়ি যাবার শব্দ শোনা যায় । মহি একবার অবাক হয়ে চায়- কিন্তু সঠিক কিছু বুঝতে পারে না। সে আবার ভাবুক মনে বসে থাকে । এমন সময় মিলিটারিদের মার্চপাষ্ট-এর শব্দ শুনে মহি চকিত ভাবে দাঁড়িয়ে দূরের রাস্তার পানে চেয়ে দেখে)

মহি মিলিটারী !-এ গ্রামে ! তবে কি কাল রাতের পরিণাম ।... আম্মি ঠিকই বলেছে -এ লড়াই ভয়ানক, এ লড়াই নর -নরে প্রান নাশের লড়াই -এ লড়াই ধ্বংসের লড়াই । দিদিমনি তুমি বলেছিলে -

(ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো কমে যায় - সেমুহূর্তে মহির কথার খেই ধরে প্রবেশ করে ময়না)

ময়না - কোরাণ বা বাইবেল নয়তো বা গীতা সব ধর্ম গ্রন্থের একই মন্ত্র -'সবার মালিক এক'- অভিন্ন '

মহি তবে কেন এ ভিন্নতা -কেন ধর্ম নিয়ে লড়াই -কেন ধর্মের অজুহাতে এ নাশ -

ময়না অশোকের শান্তির বানী আজও বলেদেয় হিংসা নয় শান্তি আমাদের জয়মাল্য , চৈতন্য প্রেম

বিলায়ে জয় করেছিল মানুষের মন ,গান্ধী দেখিয়েছিল অহিংসার পথ । কোথাও নেই যেথা হিংসা পেয়েছে প্রশ্রয় - এটাইতো আমাদের অঙ্গীকার -

মহি তবু কেন মানুষে মানুষে লড়াই - কেন এত বিদ্বেষ - হিংসা । কেন হয়না এর অন্ত

ময়না]= (দুজনে একত্রে)-আমরা ভারত মায়ের সন্তান -আমরা এক, আমরা অভিন্ন । আমরা দেব প্রাণ

মহি] তবু দেব না মায়ের মান- এ হল মোদের পণ

(ময়না এবং মহির কথা শেষ হবার মুহূর্তেই নেপথ্য থেকে - ভেসে আসে ফতিমার করুন কণ্ঠের ডাক ।

নেঃ ফতিমা- (দূর থেকে ভেসে)ম-হি- রে -

(এই ডাক পুনরাবৃত্তি হতে থাকে মঞ্চের আলো জলা পর্য্যন্ত)

(পরমুহূর্তে মঞ্চের আলো জ্বললে দেখা যায় ফতিমা ঘরের বাইরে বারান্দার এক কোনে দাঁড়িয়ে দূরের পানে চেয়ে মহিকে ডাকে)

ফতিমা (ক্লান্তিতে) ম-হি -রে । - ম-হি -

(ডাকে কোন সারা না পেয়ে উদাস মনে বারান্দায় বসে।)

ফতিমা আর পারিনা । আমায় একা রেখে সেই যে গেছে এখনও ছেলেটার ফেরার নাম নেই ।.... সেদিন কি এমন ঘটল যে রাতভর হল দাঙ্গা-হাঙ্গামা । সকাল থেকে মিলিটারীতে ভরে গেল গ্রাম । মিলিটারীর খবর পেয়েই যেন মহি কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল । হঠাৎ মহি আমার কাছে এসে বলে

(পুরান দিনের ঘটনায় ফিরে যায় ।সাথে সাথে মহি দ্রুত ভাবে ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে ফতিমার কাছে যায়)

মহি - আম্মি আমি একটু আসছি -

ফতিমা কোথায় যাচ্ছিস !

মহি গ্রামে মিলিটারী এসেছে একটু দেখে আসি

ফতিমা কোন ঝামেলয় যাবি না কিন্তু

মহি তুই ভাবিস না । তুই গরু-বাছুরদের তৈরী কর -আমি এসে ওদের মাঠে নিয়ে যাব -

(মহির প্রস্থান)

ফতিমা (ক্লান্ত মনে)-সেই যে গেল -দিনভর তার দেখা নেই । চিন্তায় আমি শুধু ঘর আর বার করছি । ভয়ে বার বার আল্লাকে ডেকেছি । ....তখন অনেক রাত হয়ে গেছে । হতাশায় ঘরের ভিতর ফিরে যাচ্ছি (আবেগে)এমন সময় হঠাৎ শুনি মহির ডাক -

নেঃ মহি- (খুশিতে)- আম্মি -

(মহির প্রবেশ)

ফতিমা ম-হি -! আমার বেটা ! কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? সব ঠিক আছে তো ?

(মহি ফতিমাকে জড়িয়ে ধরে)

মহি আম্মা আজ আমি খুব খুশি

ফতিমা কাল রাতের বদমাশরা ধরা পড়েছে বুঝি ?

মহি না । তার চেয়েও ভাল - আমি চাকরী পেয়ে গেছি

ফতিমা এর চাইতে বেশী খুশি হতাম যদি ওই দেশদ্রোহীদের যব্দ করতে পারতিস

মহি মিলিটারীরা সে ব্যাবস্থাই করতে এসেছে আর ওরা এও চায় যে আমরা গ্রামের ইয়ংরা মিলিটারীতে যোগ দিয়ে দেশ সেবায় সামিল হই

ফতিমা আর তুই রাজি হয়েগেলি

মহি হ্যাঁ

ফতিমা এরপর আমাকে ছেড়ে চলেযাবি ?

মহি হ্যাঁ ।- না মানে -

ফতিমা আম্মার কথাটা একবার ভাবলি না । আমি কাকে নিয়ে থাকব বল তো

মহি কেন - ময়না থাকবে তোমার কাছে

ফতিমা ময়না । ও পরের মেয়ে -। ওর ওপর আমাদের কিসের অধিকার

মহি ও নিয়ে তুই ভাবিস না । তুই ভিতরে যা । আমার জামা-কাপড় গোছাতে হবে

ফতিমা মানে তুই আজই চলে যাবি

মহি আজ নয় এখনই

(এমন সময় নেপথ্যে মিলিটারী গাড়ির হর্ন বাজে)

মহি ওই দেখ ওরা এসে গেছে ।

ফতিমা তুই -

মহি আঃ কথা নয় । চল চল আমার ব্যাগটা দে

(ফতিমা দ্রুত ভিতরে যায়)

নেঃ ফতিমা- ময়নার সাথে দেখা করবি না

মহি ওর বাবার কাছে খবর পাঠিয়েছি

(ফতিমা জামা-কাপড়ে ভরা একটা ব্যাগ নিয়ে আসে)

ফতিমা এই নে ব্যাগ

(নেপথ্যে আবার গাড়ির হর্ন বাজে)

মহি দে দে - ওদের দেরী হয়ে যাচ্ছে । চলিরে আম্মি ।সাবধানে থাকিস

ফতিমা আচ্ছা -

মহি- ময়নাকে দেখিস - যাই । খোদাহাফিস

(মহি ব্যাগটা নিয়ে দ্রুত বেড়িয়ে যায় । ফতিমা তাকে অনুসরন করে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে উদাস মনে মহির পথের দিকে চেয়ে থাকে । একটু পরেই গাড়িটা চলে যাবার শব্দ শোনা যায় । অতীতের জগতে ফতিমা বিভোর । সে পরাজিতের মত ক্লান্তিতে বারন্দায় বসে থাকে ।- হঠাৎ কারও পায়ের শব্দ অনুমান করে চকিত ভাবে উঠে বাইরের দিকে চায়)

ফতিমা কেঃ - মহি - এসেছিস ।- নাঃ কেউ না । বয়সের ভাড়ে কানে ভুল শুনতে শুরু করেছি । জানিনা আরও কত কি হবে - (দেওয়ালে ভরদিয়ে ঘরে যেতে উদ্দ্যত হয় এমন সময় বাইরে বন্দুকের গুলি চলার শব্দ শোনা যায় । বন্দুকের গুলি চলার সাথে মাঝে কামানের শব্দ শোনা যায়)

ফতিমা বন্দুকের গুলি ! সাথে কামানের গোলাগুলির আওয়াজ হচ্ছে ! তবে কি যুদ্ধ বাধল ! এইজন্যই ওরা আমার ছেলেকে নিয়ে গেছে । এখন আমি কি করি - মহি -। মহিরে- হে আল্লা তুমি

(এমন সময় দ্রুত প্রবেশ করে ময়না)

ময়না আন্টি -

ফতিমা ওরা আমার ছেলেকে মেরে ফেলবে

ময়না একি বলছ !

ফতিমা আমি জানি ওরা আমার মহিকে শত্রুর সামনে ঠেলে দেবে হুকুম চালাবে -ও যদি ওর বুকে শত্রুর গুলি লাগে । ওঃ আমার মহির কি হবে -

ময়না তোমার মহি বীর পুরুষ । সে তো দেশ মাতার মান রক্ষা করতে গেছ । সে যে সবার প্রহরী

ফতিমা হে আল্লা - আমার বেটাকে রক্ষা কর -

ময়না শুধু তোমার বেটা একা নয়- আরও অনেক মায়ের বেটা সেখানে আছে । ওরা বীর মায়ের বীর সন্তান ।তুমিতো বলতে দেখবি -'আমার বেটা একদিন অনেক বড় কাজ করবে।' আজ মহি সেই বড় কাজ করছে -

ফতিমা তাহলে তুই আল্লার কাছে ওর জন্য ভিখ্ মাঙ্গ্ -। থুরি - থুরি - না না তা হয় না

ময়না কেন হয়না ?

ফতিমা আল্লা তোর নয়রে । আল্লাতো আমাদের রে-

ময়না তুমিও ওদের মত বলছ

ফতিমা ওরা যদি ধর্মের দোহাই দিয়ে লড়াই বাধাতে পারে তাহলে আমি কেন বলব না যে আল্লা আমাদের

ময়না আল্লা বা ভগবান কারও একার নয়- সে সবার তরে সবার জন্যে

ফতিমা তাই যদি হবে তবে ধর্মের নামে দেশ ভাগ হয়েছিল কেন ?

ময়না সে ছিল অতীত

ফতিমা কেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিল ওই ধর্মের অজুহাতে -

ময়না মানুষের জ্ঞানের ভান্ডার ছিল সীমিত

ফতিমা .....আমি স্বচোক্ষে দেখেছি সে সব ভয়াবহ দিনগুলোকে - দেখেছি কেমন করে মানুষকে তার জন্মভূমি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল -ওই ধর্মের নামে । একি কম বেদনা দায়ক ছিল -

ময়না আজ মানুষ নতুন পথে এগিয়ে চলেছে -বদলে গেছে তাদের চিন্তাধারা ।আজ আর ভেদাভেদ নয় - আজ আমরা সব এক -অভিন্ন

ফতিমা চুপ কর ।

ময়না আন্টি !

ফতিমা এসব কথা ওদের মানায় যারা সেদিনের দেশ ভাগ দেখেনি

ময়না মানছি - কিন্তু আজ শিক্ষার ধারা বলদেছে - মানুষের জ্ঞানের ভান্ডার অনেক প্রসস্থ হয়েছে । অতীতের ভাবনা এখন আর মানুষের মধ্যে নেই বললেই চলে

ফতিমা তুই পারবি আমার আল্লাকে মেনে নিতে - পারবি আমাদের সাথে পায়ে পা মেলাতে -

(ময়না মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে)

ফতিমা ভুল করলে তা শোধরাবার আর সুযোগ পাবি নারে -

ময়না (চোখ বন্ধ করে -প্রার্থনার ভঙ্গীমায়)- হে আল্লা । তোমার কাছে আমার প্রার্থনা - মহি আর তার সাথিদের মঙ্গল কর - তোমার এ টুকু মেহেরবানী ভিক্ষা চাই -

ফতিমা ময়না !

ময়না অন্টি -

(ফতিমা আবেগে ময়নাকে জড়িয়ে ধরে । দুজনার চোখে জল দেখা দেয়)

ময়না আন্টি তুমি কাঁদছ !

ফতিমা মহিতো আমার বেটা - তুই কেন কাঁদছিস ?

ময়না জানিনা -

ফতিমা আমি জানি । আয় কাছে আয়

(দুজনায় আবেগে দুজনকে আলিঙ্গন করে । মঞ্চের আলো নিভে যায় । পরমুহূর্তে মঞ্চের আলো জ্বলে। সময় সকাল । মহির বাড়ির বাহির দৃশ্য । মঞ্চ ফাঁকা । প্রথমে সুদীপ সন্তর্পনে প্রবেশ করে । সে এদিক ওদিক চায় তারপর ইসারায় সুকান্তকে ডাকে । সুকান্ত উঁকি ঝুকি দিতে দিতে প্রবেশ করে সুদীপের কাছে যায়)

সুদীপ কেউ নেইরে

সুকান্ত এম পিকে ডাক না - দেখ বাড়ি এসেছে কি না

সুদীপ এম পি -। কেউ সারা দিচ্ছে না

সুকান্ত (খুশিতে)-মনে হয় যুদ্ধে মারা গেছে -

সুদীপ যা যুদ্ধ চয়েছে - কত যে প্রাণ নাশ হয়েছে

সুকানত দেখ হয়ত ওর মধ্যে তোদের এম পি - মহা পাগলও আছে

সুদীপ এম পি -। এম পি-ই

(নেপথ্য থেকে ফতিমার কণ্ঠ ভেসে আসে)

নেঃ ফতিমা কে - কে ডাকে

(প্রবেশ করে ফতিমা)

ফতিমা কাকে চাই ?

সুদীপ এম পি কে -

ফতিমা না - মহি তো ফেরে নি

সুকান্ত রেডিওতে শুনলাম খুব যুদ্ধ হয়েছে তাই

সুদীপ কেমন আছে - মানে সব ঠিক আছে কি না জানতে এলাম

ফতিমা খবর পেয়েছি ও ভাল আছে

সুকান্ত চলি - পরে আবার খোঁজ নেব

সুদীপ কোন লাভ হল না

ফতিমা কি লাভের আশায় এসেছিলে

সুকান্ত না না ও কিছু না । চলি - চল না হাদারাম

ফতিমা শোন । তোমাদের খুব চেনা চেনা লাগছে - কোথায় যেন দেখেছি

সুকান্ত কোথায় আবার -। চল না-

ফতিমা দাঁড়াও । সেদিন তোমরাই তো এখানে দাঁড়িয়ে ফঁন্দি আটছিলে

সুদীপ ফন্দি ! কিসের ফন্দি ?

সুকান্ত পালা সুদীপ-

(সুদীপ আর সুকান্ত দ্রুত পলায়ন করে)

ফতিমা এসেছিল মায়ের কোল উজার করতে -? কুলাঙ্গার - যা না - গিয়ে মহির মত দেশ সেবার কাজে যা । তোর মাও বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে সেও সৈনিকের মা - (আবেগে) আমি সৈনিকের মা । আমি বীর সেপাহির মা- ফতিমা বেগম (আলুথালু ভাবে কপালে হাত রেখে)- জয় হিন্দ -

(সেমুহূর্তে নেপথ্যে মিলিটারীর পা-মিলিয়ে চলার শব্দ শোনা যায় ।মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে কমে ভোর রাতের চাঁদের আলোকের আলো জ্বলে ।মিলিটারীর পা-মিলিয়ে চলার শব্দটা যেন ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে, এরপর হঠাৎ সব থেমে যায়। এমন সময় মিলিটারী পোষাকে সজ্জিত সাথে বুকের ধারে একটা মেডেল ঝুলছে এমন সাঁজে প্রবেশ করে মহি । মহি ধীরে ফতিমাকে ডাকে)

মহি- আম্মি -। আম্মি -

নেঃ ফতিমা কে -!

(প্রবেশ করে ফতিমা । মহিকে দেখে সে অবাক)

ফতিমা মহি - আমার বেটা ! আমার বেটা এসেছে

মহি আম্মি কেমন আছিস তুই

ফতিমা একি তোর সাঁজ !

মহি এটাই তো বীরের নিশান - এই দেখ আমি মেডেল পেয়েছি -

ফতিমা মেডেল !

মহি হ্যাঁ - মেডেল -যুদ্ধে জয়ী সৈনিকদের সন্মানের প্রতীক এটা

ফতিমা যুদ্ধে লড়াই করে মেডেল পায়েছিস । হ্যাঁরে যুদ্ধে যেমন শত্রুদের পরাস্ত করিস পারিস তেমনি করে পারবিনা আমাদের গায়ের বেইমানদের পরাস্ত করতে ? তাহলে আমি তোকে একটা মেডেল দেব -

মহি সব হবে । আগে ঘরে চল -

ফতিমা (আবেগে)মায়ের দেওয়া মেডেল - আশীষে ভরা । এতে পরাজীত হয় না

মহি আম্মি !

ফতিমা (গর্বের সাথে) এ মেডেল হবে চির বিজয়ের প্রতিক

মাহি বেশ । তাই হবে এবার ঘরে চল । অনেক কথা আছে । সব বলব । চল ঘরে চল

ফতিমা হ্যাঁ হ্যাঁ ঘরে চল -

মহি ময়না কোথায় - ওকে দেখছি না যে ? (কথার খেই ধরে প্রবেশ করে ময়না)

ময়না এম পি - মহাপুরুষ -!

মহি দিদিমনি !

(সে মুহূর্তে নেপথ্য থেকে বহু জনতার উল্লাস কণ্ঠে শোনা যায় -'এসেছে , এম -পি এসেছে ।' সবাই হতবাক হয়ে বাইরের দিকে চায় । এমন সময় দ্রুতভাবে প্রবেশ করে সুদীপ আর সুকান্ত)

সুদীপ রাস্তা ছাড়ুন - রাস্তা ছাড়ুন - মন্ত্রী মশাই আসছেন

(দ্রুতভাবে প্রবেশ করার মুহূর্তে সুকান্ত আর সুদীপ্ত ময়নাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। ময়না ভীত ভাবে দূরে সরে দাঁড়ায় ।)

সুকান্ত গুরু - রাস্তা ক্লিয়ার (ময়না ভীত ভাবে ফতিমার পাশে দাঁড়ায় । প্রবেশ করে পার্থ)

পার্থ জয় হো এম পি -

মহি তুমি ! তা আমার বাকী নামটা বল -

পার্থ না না এখন আর ওটা শোভা দেয় না । এখন তুই আর মহাপাগল নয় এখন তুই একজন মহান ব্যাক্তি - সন্মানীয় ব্যাক্তি

ময়না রাতা-রাতি ভোল্ট পাল্টে দিলে -

পার্থ খামাকা ভুল বুঝছিস -মেরে ভাই ।

সুদীপ আজ এম পি - মানে মহি -মানে আমাদের মহম্মদের সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছে -

পার্থ তাইতো এম পি কে নিতে আমি নিজে -মানে এই মন্ত্রী নিজে এসেছে । চল ভাই

ফতিমা ইস -সবে বাড়ি এল এখনও ঘরে যায়নি- একটু আরাম করবে তারপর -

মহি আম্মি -আমি এজকন সৈনিক । আমাদের আরাম হারাম হয়

ময়না সে না হয় মানলাম । কিন্তু -

মহি- কিসের কিন্তু

ময়না ওদেরকে আমার ভরসা নেই । ওরাই আমাদের অমঙ্গল করতে চেয়েছিল । শেষে না পেরে ধর্মের নামে লড়াই বাঁধিয়ে দিয়েছিল

সুকান্ত ওটা তখন গুরু জোসে করেছিল -এখন গুরু পুরো হোসে আছে ।শত হোক মন্ত্রী তো

সুদীপ একদম হক্কের কথা বলেছে -আজ তো এম পির -

ময়না তুই চুপ কর । তোরা কিসের কম রে -। সুযোগ পেলেই পেছন থেকে মারিস

ফতিমা মহি তুই ওদের কথায় ভুলিস না । ওরা নিশ্চয় আবার কোন গন্ড-গোল পাকাবে

পার্থ (ম্লান হেসে) -না না আম্মি -

ফতিমা ও মাঃ । শালি থেকে আজ আম্মি বানিয়ে দিল !

পার্থ ছিঃ ছিঃ -। ও কথা কেন বলছ । আমি তো তোমার ছেলের মত -আম্মি

ময়না আর ময়নাকে কি বলবে - বোনের মত

(পার্থ কিমকর্তব্য হয়ে এদিক ওদিক দেখে)

পার্থ মা-নে ইয়ে -

সুকান্ত হ্যাঁ বলে দাও গুরু - পরে সব সামলে নেব

ময়না কি বললি ! দেখছ ! দেখছ এদের মনে কেমন শয়তানী অভিসন্ধি ।এরা প্রয়োজনে যা খুশি করতে পারে । যারা নিজের স্বার্থে নিরিহ মানুষের সর্বনাষ করতে দ্বিধা করে না তাদের ভুলকরেও বিশ্বাস করা যায় না । ওরা তোমাকেও ---

মহি (এক হাত উচু করে বাঁধা দেয়)- রাখে হরি মারে কে - মারে হরি রাখে কে -কি বল পার্থ-দা

পার্থ এ্যাঁ -। হ্যাঁ - হ্যাঁ --(হতবাক কণ্ঠে) রাখে হরি -মারে হরি

মহি এ তো তোমাদের হিন্দু ধর্মের হরির কথা -তাই না

পার্থ কিন্তু তুমি মুসলমান আর হিন্দু ধর্ম তোমার মুখে

মহি তোমার হরি যে আমার আল্লা সে -। কি ফারাক ওই নামে বা অন্য নামে তাকে স্মরণ করলে । শুনবেতো সেই একজনই ।

পার্থ তাতো বটে তা তো -

মহি যখন যুদ্ধ বাঁধে তখন লড়াই এর জন্য কোন জাত- ধর্মের বিচার হয় না । শুধু বিচার হয় সৈনিকের ক্ষমতা । সৈনিকের জাত নেই আছে ধর্ম -দেশরক্ষাই তার সারমর্ম -। সৈনিকের একটাই পরিচয় সে জন্মভূমীর বীর সন্তান । আমি মানিনা জাত-বেজাত আমি মানি মানুষকে- মানুষের মনকে । শোন হে সবাই, মহি -ময়নার মিলন হবে আর হবেই - এটাই রামী-চন্ডিদাস বলেগেছে

(পার্থ মুগ্ধ হয়ে হাত তালি দেয়)

ফতিমা ঠিক । এ যেন রামী-চন্ডিদাসের জুড়ি- নেই জাত বিচার আছে মনের মিলন -সাবাস বেটা সাবাস

সুকান্ত গুরু এতো উল্টো হয়ে যাচ্ছে । ওই-ই আমাদের ফাঁসিয়ে দিল -

সুদীপ গুরু কেটে পড় -

পার্থ আমি আজ মুগ্ধ এম পি । তুমি মহাপাগল নয় - তুমি মহান । তুমি মহা -

ময়না (আবেগে) -মহাপুরুষ

পার্থ ঠিক । ঠিক মহাপুরুষ । তুমি আমাদের মহাপুরুষ -

মহি আমি মহাপুরুষ কিনা তা জানিনা তবে একটা কথা জানি - আমি মানি মানুষকে । আমি ভালবাসি আমার দেশকে -ভালবাসি আমার জননী জন্মভূমি -ভারত মাকে । সেলাম তাকে সেলাম -

ফতিমা জয়হিন্দ -

(মহি মিলিটারী কায়দায় স্যালুটরত ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়ায় ।)
এবং সুকান্ত আর সুদীপ একত্রে বলে - জয়হিন্দ ।সবাই স্থির হয়ে যায়)

ময়না (আবেগ কণ্ঠে)-মহি । আজ থেকে তোমার একটাই নাম -তুমি পান্থপাদপ । তুমি আমাদের - পান্থপাদপ। তুমি সাধারন -তবু অসাধরন -এটাইতো তোমার মহিমা -এটাইতো তোমার আসল পরিচয় - তুমি পান্থপাদপ -

(ময়না আবেগে বলতে বলতে চোখ বন্ধ করে থাকে । মহি মিলিটারী কায়দায় বিশ্রাম ভঙ্গীমায় এসে ময়নার হাত ধরে ।)

মহি ময়না

ময়না (চকিত ভাবে) কে ঃ- !

মহি এস মোরা নতুনের পথে নতুন জীবন শুরু করি -

পার্থ আমরা ধন্য তোমার গুনে -জয় হোক তোমার হে পান্থপাদপ -

সুকান্ত+

সুদীপ জয় পান্থপাদপের

(ফতিমা দূরে মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে স্থীর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল । মহি আর ময়না ফতিমার কাছে গিয়ে ফতিমার হাত ধরে। ফতিমা চকিত ভাবে চায়)

মহি আমি আমাদের আশীর্বাদ করবি না

(এমন সময় মাইক হাতে প্রবেশ করে রিপোর্টার)

রিপোর্টার এক মিনিট - আমি না এলে রিপোর্ট কে দেবে । নেও ক্যামেরা মান -রেডি করে এ্যাকসন বলবে

নেঃক্যামেরাম্যান- এ্যাকসান

রিপোরর্টান নিন আমি এবার বলুন - (রিপোর্টার ফতিমার মুখের কাছে মাইক ধরে)

ফতিমা মহি আর ময়না- আমার দুই অঙ্গ । একদিকে আল্লা অন্য দিকে ভগবান - আর কি চাই -ওরা চির সুখি হোক । ওরা .....

(ফতিমা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে । ময়না আর মহি দুজনায় ফতিমার পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম । ফতিমা অশ্রু ভেজা চোখে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে ।

রিপোর্টায়- এমন শুভো কাজে হাততালি দিন -সবাই

(মঞ্চের বাকী সবাই হাততালি দিয়ে ওদের স্বাগত জানায় । মঞ্চের পর্দা নেমে আসে)

- সমাপ্ত -

পান্থপাদপ

চরিত্রলিপি

মহি	:	গ্রামের গরীব যুবক
পার্থ	:	গ্রামের সম্ভ্রান্ত যুবক
সুকান্ত	:	গ্রামের যুবক
সুদীপ	:	গ্রামের যুবক
রিপোর্টার	:	সাংবাদিক
ফতিমা	:	মহির মা
ময়না	:	গ্রামের মেয়ে-স্কুলের দিদিমনি

পান্থপাদপ

মৃণাল দত্ত

পান্থপাদপ

ভূমিকা

সরল প্রকৃতির মনের মানুষ গ্রামের এক চাষী পরিবারের যুবক মহি -মহম্মদ ইসমাইল । তার সরলতার সুযোগ নিয়ে লোকেরা তাকে মহাপাগল এর আখ্যা দিয়েছিল । আর সে সুযোগে কিছু দুষ্টু লোক তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করতে তটস্থ থাকতো । কিন্তু সবকিছুর বিপরীত দিকও থাকে । তাইতো সেই সরল প্রকৃতির মনের মানুষকে কেউ কেউ নিঃস্বার্থে তাকে সঠিক পথ দেখাতে এগিয়ে আসত । এমনই একজন ছিল -গ্রামের স্কুল শিক্ষিকা - দিদিমনি -ময়না ।

দিদিমনির প্রেরণায় মহির জ্ঞান-ভান্ডারের বেশ উন্নতি ঘটে । এমনই করে চলতে চলতে একদিন কোন এক অজান্তে দিদিমনিকে মহির ভাল লেগে যায় । দিদিমনির মনের পরিস্থিতিও তথৈবচঃ । একদিন ওদের ওই অন্তরঙ্গতার বিরোধীতায় সতেজ হয়ে ওঠে গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের এক যুবক -পার্থ । তার মতে ওরা হিন্দু-মুশলমান - ওদের এ মিলন ধর্মবিরোধী । ব্যাস শুরু হল বিরোধী মতা-মত । সে দ্বন্দ্ব তীব্রতম তুফানের গতিতে ধেয়ে গেল প্রান্ত হতে প্রান্তে ।

পরিণতিতে বাঁধল লড়াই । জাতের লড়াই । পরিস্থিতি শাসিত হল শক্ত হাতে । শান্ত যখন পরিবেশ তখন মহি নিরুদ্দেশ । একদিন খবর এল মহি মহি ফিরে এসেছে ।একজন বীর সৈনিক । এখন তার পরিচয় দেশ রক্ষক ।

কিসের ধর্ম কিসের জাত-বিচার , মিলিটারীর হয় একটাই পরিচয় -একজন দেশ-রক্ষী । দেশ মায়ের বীর সন্তান। ওদের একটাই পণ - ওরা দেবে প্রাণ তবু দেবে না মায়ের মান । আমরাও ওই পরিচয়ের ভাগী হতে কেন পারি না । চেষ্টার ত্রুটি রাখতে নেই । রইল শুভেচ্ছা - এমনটি যদি সবার পরিচয় হয় তাহলে কেমনটি হবে ভাবুন তো ।

****

****

পান্থপাদপ

(নাটক)